দৈনিক বাংলা

026

তারিখ ... 16/11/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

পাবলিক লাইব্রেরী চাই

রাজধানী নগরী ঢাকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন জনৈক পত্রলেখক। গতকালের দৈনিক বাংলার জনমত কলামে প্রকাশিত এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত হাজারীবাগ এলাকাটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ। বর্তমানে এ এলাকা মহানগরী ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। এখানে বহু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগীর বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় একটি এলাকায় পাঠাভ্যাস বা জ্ঞানচর্চার জন্য কোনো পাবলিক লাইব্রেরী নেই।....কোনো লাইব্রেরী না থাকায় ছাত্রছাত্রী বা জ্ঞান পিপাসুরা প্রয়োজনে দরকারী কোনো বইপুস্তক বা সাময়িকী পড়তে পায় না।

রাজধানী নগরী ঢাকায় বিপুল সংখ্যক লোকের অধিবাস। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ভাসমান লোকদের নিয়ে এই নগরীর জনসংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে বলা কঠিন, তবে যে কোনো হিসাবেই তা বিশ-পঁচিশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে সহজেই ধরে নেয়া যায়। ক্রমবর্ধমান এই নগরীর শহরতলি ও সম্প্রসারিত নতুন নতুন এলাকা ধরলে, জনসংখ্যা হয়তো ত্রিশ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। নগরীর নতুন-পুরাতন সব এলাকাতেই জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, প্রতিটি এলাকাই হয়ে উঠছে ঘনবসতিপূর্ণ, যে সব পুরোনো এলাকায় আগে থেকেই জনবসতি বেশি, সে সব এলাকায় তো জনসংখ্যার চাপ আরও প্রবল।

রাজধানী নগরীতে স্থায়ী, অস্থায়ী ও ভাসমান জনসংখ্যা মিলিয়ে লোকবসতি বাড়ার, এবং বিভিন্ন অংশে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিত ও জ্ঞানপিপাসু লোক এবং বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। বস্তুত, সংখ্যা ও হারের তারতম্য ঘটলেও, নগরীর নতুন-পুরাতন প্রতিটি আবাসিক এলাকায়ই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগীর বাস। কিন্তু নগরীতে আবাসিক এলাকা যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গড়ে ওঠেনি, প্রাতিষ্ঠিত হয়নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক লাইব্রেরী, চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলার কেন্দ্র ইত্যাদি। পাবলিক লাইব্রেরী—তথা গণপাঠাগারের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলেও জরিপ নিলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ আবাসিক এলাকায়ই বিপুল সংখ্যক লোকের অধিবাস হলেও পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা খুবই কম, অনেক এলাকায় বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই।

আলোচ্য পত্রলেখক রাজধানী নগরীর হাজারীবাগ এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে, সে এলাকায় এ ধরনের লাইব্রেরী না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিতজন ও বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষানুরাগীদের বইপত্র বা সাময়িকী পড়তে না পাওয়ার দরুন জ্ঞানার্জনে যে অসুবিধা হচ্ছে, তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। বস্তুত, আলোচ্য চিঠিতে নগরীর একটি বিশেষ এলাকার পাবলিক লাইব্রেরী সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলা হলেও, তাতে সাধারণভাবে এই রাজধানী নগরীর অন্যান্য অনেক এলাকার এ সংক্রান্ত সমস্যাই প্রতিফলিত। কেননা, নগরীর খুব কমসংখ্যক এলাকাতেই প্রয়োজনীয় পাবলিক লাইব্রেরী এবং বইপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি পাঠের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ধারায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন আবাসিক এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরী তথা গণপাঠাগার তেমন গড়ে তোলা হয়নি, তেমনি, সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে অনেক পাঠাগার দীন-দশা প্রাপ্ত হয়েছে, কিংবা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

এই রাজধানী নগরীতে কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী থাকলেও, বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনমাফিক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে না ওঠার ফলে, বইপত্র সাময়িকী ইত্যাদি পাঠ এবং জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান আহরণের ব্যাপারটিই শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে না, বইপত্র পাঠের সুযোগ-সুবিধার অভাবে ছাত্রছাত্রী এবং জ্ঞানপিপাসুরাও হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত। বস্তুত, তা শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ এবং উন্নয়নেও অন্তরায় হয়ে আছে। শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের জন্য নানা ধরনের বইপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি পাঠের সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই চাই, আর সেটা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার, পাবলিক লাইব্রেরী তথা গণপাঠাগারের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু দেশের অন্যান্য শহর-বন্দরে তো বটেই, এই রাজধানী নগরীতেও বিভিন্ন ধরনের পাঠাগারের সংখ্যা এত কম যে তা চাহিদা মেটানোর মতো নয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই অর্থনৈতিক সঙ্গতি এমন সীমাবদ্ধ এবং আয় এত কম যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বইপত্র ও সাময়িকী ইত্যাদি কেনার, সে সব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা তাদের পক্ষে ভাবাই কঠিন। এদিক থেকে দেখতে গেলেও পাবলিক লাইব্রেরী তথা গণপাঠাগার অধিক সংখ্যায় ও সমৃদ্ধরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। আলোচ্য পত্রলেখকও যথার্থই বলেছেন যে আজকাল বইপত্রের যা দাম তাতে এসব কিনে পড়ার মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই; তাই পর্যাপ্ত বইপুস্তক, সাময়িকী, সংবাদপত্র সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরীর অভাব এখানে অতি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বস্তুত, সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী না থাকার এই অভাববোধের ব্যাপারটা রাজধানী নগরীর কোনো বিশেষ এলাকার একক কোনো ব্যাপার নয়, বলতে গেলে এই অভাব প্রায় সব এলাকাতেই কম-বেশি অনুভূত। প্রয়োজনীয় পাবলিক লাইব্রেরী না থাকাই এর কারণ।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারের সুযোগ-সুবিধা প্রধানত ব্যক্তিপর্যায়ে এবং পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণের জন্যে সেখানকার বইপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি পাঠের সুযোগ-সুবিধা সঙ্গত কারণেই অবারিত করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, পাবলিক লাইব্রেরীর মতো তা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের বিপুলসংখ্যক বইপত্রের ভান্ডার হওয়া কঠিন। সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষেই সম্ভব সব ধরনের পাঠকের জন্যেই বিবিধ রকম বইপত্র, সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি পাঠের এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-আহরণের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করে দেয়া। আমাদের মতো জনবহুল, শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর এবং দরিদ্র দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রসার এবং সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থেই দেশের সর্বত্র অধিক সংখ্যায় সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে সমৃদ্ধ পাঠাগার তথা পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলা দরকার।

বিভিন্ন ধরনের পাঠাগার গড়ে তোলাই অবশ্য বড় কথা নয়, আসল কথা হলো প্রয়োজনীয় সব রকম বইপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণে তা সমৃদ্ধ করে তোলা, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং বইপুস্তক ইত্যাদি পাঠের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পাবলিক লাইব্রেরী—তথা গণ-পাঠাগারের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আলোচ্য পত্রলেখক, ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে হাজারীবাগ এলাকায় স্থাপিত পাবলিক লাইব্রেরীর দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন, এবং তিনি লিখেছেন যে, সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে লাইব্রেরীটি অচল হয়ে পড়ে আছে। বস্তুতঃ, জরীপ নিলে হয়তো দেখা যাবে যে নগরীর অন্যান্য অনেক আবাসিক এলাকার এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের পাবলিক লাইব্রেরীর বেশির ভাগের অবস্থাই বলতে গেলে অনুরূপ।

আমরা আশা করবো, এই রাজধানী নগরীতে যেমন দেশের অন্যত্রও তেমনি বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে আবাসিক এলাকায় প্রয়োজনীয় ও সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলার সেসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে, এবং বইপত্র, সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি পাঠের সুযোগ-সুবিধা হবে অবারিত। পাঠাগার শুধু বইপত্রের সংগ্রহশালা নয়, তা শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎস, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার এক বড় সহায়ক অবলম্বন। পাঠাগার নানা ধরনের বইপাঠে অনুপ্রেরণা জোগায়, পাঠককে আগ্রহী, অভ্যস্ত ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

—নাগরিক